Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ২ অগস্ট, ২০১৬

৩৯ বর্ষ ৩১ সংখ্যা ১ অগস্ট, ২০১৬, সোমবার, ১৬ শ্রাবণ, ১৪২৩

মহিলাদের প্রতিবাদসভা বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩০ জুলাই : মহিলা মুখ্যমন্ত্রীর রাজ্যে মহিলারাই এবার পথে নামলো। হাজার হাজার মহিলার দৃপ্তকণ্ঠে প্রতিবাদ ধ্বনিত হল কার্জনগেটে। মহিলা নির্যাতন, তোলাবাজি, মূল্যবৃদ্ধির প্রতিবাদে এদিন বামপন্থী মহিলা সংগঠন বিক্ষোভ দেখায়।

প্রতিবাদ সভায় সারা ভারত গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রাজ্য সভানেত্রী অঞ্জু কর বলেন, নির্বাচনে পোলিং এজেন্ট হওয়ার অপরাধে জেলার অনেক মহিলার উপর নির্যাতন হয়েছে, বাড়িছাড়া করা হয়েছে। ভোট দেওয়ার অপরাধে লুঠ, জরিমানা এমনকি খুন পর্যন্ত করা হয়েছে। বিরোধীশূন্য করতে সন্ত্রাসের আবহাওয়া তৈরি করেছে। গোটা রাজ্য জুড়ে জঙ্গলের রাজত্ব চলছে। খুনীদের না ধরে পুলিশ অভিযোগকারীকে ধরছে। এই সরকারের সময়ে গরিবের অধিকার পদদলিত। জমির অধিকার, পাট্টাদার, বর্গাদারদের অধিকার কেড়ে নেওয়া হচ্ছে। চাল, টাকা, সাইকেল দিয়ে দাতা-গ্রহীতা সম্পর্ক তৈরি হচ্ছে। অথচ কারখানা, শিল্প নেই, এস.এস.সি-র পরীক্ষা হয়নি, টেট নেই, সমস্ত নিয়োগ বন্ধ করে রাজ্যে এক বন্ধ্যা অর্থনীতির জন্ম দিচ্ছে।

এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সাধনা মল্লিক, ভারতী ঘোষাল, মণিমালা দাস ও মাধবী দাস প্রমুখ।

ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে স্মরণ রানিগঞ্জ

নিজস্ব সংবাদদাতা, রানিগঞ্জ, ৩১ জুলাই : পশ্চিমবঙ্গ গণতান্ত্রিক লেখক শিল্পী সংঘের উদ্যোগে আজ রানিগঞ্জ শহিদ স্মৃতিভবনে অনুষ্ঠিত হল সংস্কৃতি কর্মীদের আপনজন ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-এর স্মরণসভা। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন কবি বাসুদেব মণ্ডল চট্টোপাধ্যায়। শোকপ্রস্তাব উত্থাপন করেন মৃন্ময় কাঞ্জিলাল। ইন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধায়ের কাজ নিয়ে আলোচনা করেন সংগঠনের জেলা যুগ্ম সম্পাদক অনুপ মিত্র ও নাট্যকার নীলাঞ্জন ঘটক। অনুষ্ঠান সঙ্গীত পরিবেশন করেন মৌলমী চট্টোপাধ্যায় ও অসীমা কর্মকার। সঞ্চালনা করেন ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায়।

প্রতারণার দায়ে গ্রেপ্তার তৃণমূল কর্মী মেমারিতে

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : চাকরি দেবার নাম করে টাকা নেওয়ার অভিযোগে সুজন সর্দার নামে এক যুবককে গ্রেপ্তার করল মেমারি থানা। শম্ভু দাস, বিউটি ভট্টাচার্য, ফারজানা খাতুন, দয়াল দাস, প্রমুখ যুবকের কাছে চাকরি দেওয়ার নাম করে টাকা নিয়েছিল সুজন সর্দার নামের ওই যুবক। ওরা সকলেই মেমারির একটি রেস্টুরেন্ট কাজ করে। তাদের কাছে টাকা ছাড়াও মাঝে মাঝেই মেমারি থানার মেজোবাবুর নাম করে খাবার নিয়ে যেত সে। কোথাও নিজেকে নবান্নের কর্মচারী, আবার কোথাও কোথাও পুলিশের লোক বলে পরিচয় দিত। দীর্ঘদিন পর ওই চার জন তাদের কাজের কী হল জানতে চাইলে অভিযুক্ত সুজন সর্দার মেজাজ দেখায় এবং বচসা শুরু হয়। প্রতারিতরা থানায় অভিযোগ দায়ের করলে পুলিশ ৩০ জুলাই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে। পরের দিন তাকে বর্ধমান আদালতে পাঠালে বিচারক জেল হেফাজতের নির্দেশ দেয়। সুজন সর্দার এলাকায় তৃণমূল কর্মী বলে পরিচিত।

নতুন চিঠি

শারদসংখ্যা ২০১৬

প্রতিবারের ন্যায় এবারেও প্রকাশিত হতে চলেছে ‘নতুন চিঠি শারদ সংখ্যা’। মননশীল রচনায় সমৃদ্ধ এই সংখ্যায় লিখবেন জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে প্রখ্যাত প্রাবন্ধিক ও লেখকেরা। আপনিও আপনার সেরা লেখাটিকে পাঠান নতুন চিঠি শারদ সংখ্যার জন্য। ১৫ অগস্ট ২০১৬-র মধ্যে। আপনি আপনার লেখা সরাসরি ডাকযোগে পাঠাতে পারেন অথবা ই-মেলে। তবে হার্ড কপি অবশ্যই পাঠাবেন। কার্বনকপি বা জেরক্স মনোনীত হয় না। গ্রাহক ও পাঠকদের অনুরোধ অর্ডার দিন ৩১ - অগস্ট-এর মধ্যে।

সম্পাদক

নতুন চিঠি

Mail : weeklynatunchithi@gmail.com, dinesh.jha09@gmail.com

বর্ধমানে শ্রমিক কর্মচারী কনভেনশনে নেতৃবৃন্দ

২ সেপ্টেম্বরের সাধারণ ধর্মঘটের দাবিগুলি নিয়ে যেতে হবে মানুষের কাছে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জুলাই : সকলের জন্য রেশন ব্যবস্থা, দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি রোধ, কর্মসংস্থান বৃদ্ধি, শ্রম আইন তুলে দেওয়ার প্রতিবাদে ও কালো টাকা উদ্ধার, রাজ্যে সন্ত্রাস বন্ধ সহ ১৪ দফা দাবিতে আগামী ২ সেপ্টেম্বর দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দিয়েছে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়নগুলি। এই ধর্মঘটকে সমর্থন জানিয়েছে ১৭টি রাজনৈতিক দল। সাধারণ ধর্মঘটকে সফল করতে ইতিমধ্যে পথে নেমেছেন ট্রেড ইউনিয়নের কর্মীরা। জেলায় সর্বত্রই ২ সেপ্টেম্বরের ধর্মঘটকে সফল করার জন্য কনভেনশন অনুষ্ঠিত হচ্ছে। বর্ধমানে কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন, ১২ জুলাই কমিটি এবং ফেডারেশনগুলির আহ্বানে ৩১ জুলাই এক কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয়। কনভেনশনে বক্তব্য রাখেন সিআইটিইউ নেতা সুকান্ত কোঙার। এছাড়াও বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ. নেতা নজরুল ইসলাম। সভাপতিত্ব করেন কর্মচারী আন্দোলনের নেতা প্রণব আইচ। সভার প্রধান বক্তা সুকান্ত কোঙার বলেন, উদারনীতির বিরুদ্ধে এটা ১৭তম ধর্মঘট হতে চলেছে। শুধু ভোটের অধিকার নয়, রুজি রুটির অধিকার চাই, খেয়ে

ছবি : নূর আহমেদ, মেমারি

পরে বেঁচে থাকার আজাদি চাই। তার জন্যই আমাদের লড়াই জারি থাকবে। আর সেই লড়াইকেই এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ২ সেপ্টেম্বর সাধারণ ধর্মঘটে যেতে হবে।

যে ১৪ দফা দাবিগুলি নিয়ে এই ধর্মঘট হতে চলেছে সেই দাবিগুলিকে মানুষের কাছে নিয়ে যেতে হবে। এই দাবিগুলি হল সাধারণ মানুষেরই দাবি। রেশন ব্যবস্থাকে মজবুত ও সার্বজনীন করতে হবে। মজুতদারদের স্বার্থরক্ষাকারী এই কেন্দ্রীয় সরকার। মজুতদাররা ৩০ টাকা দরে ডাল কিনে সেই ডাল ১৬০ টাকায় বিক্রি করছে। ডাল, ভোজ্য তেল মজুত করে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা করছে মোদির বন্ধু-ব্যবসায়ীরা। উদার অর্থনীতির ফলে শ্রমজীবী মানুষ, কৃষিজীবী মানুষ সবচাইতে বেশি আক্রান্ত। ৩০ জুলাই অনুরূপ কনভেনশন অনুষ্ঠিত হয় মেমারির উৎসব হলে। সেখানেও বক্তব্য রাখেন সি.আই.টি.ইউ নেতা সুকান্ত কোঙার। সভাপতিত্ব করেন সিআইটিইউ নেতা পরেশ দে। সভার শেষে এক বিশাল মিছিল মেমারি বাজার পরিক্রমা করে। মিছিলের শেষে পথসভায় বক্তব্য রাখেন সনৎ ব্যানার্জী।

ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত পরিবারকে ঘরে ফেরানোর সরকারি প্রচেষ্টা ব্যর্থ কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ৩০ জুলাই : ডাইনি অপবাদ দিয়ে একটি আদিবাসী পরিবারকে বাড়ি ছাড়া করা হয়েছে মাসাধিককাল। আজ সেই পরিবারকে নিজের বাড়িতে ফেরানোর সব রকম সরকারি উদ্যোগ ব্যর্থ হয়ে যায়। ঘটনাটি কালনার বাঘনাপাড়া গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত কেশবপুর গ্রামে। এই গ্রামের কোঁড়াপাড়ায় ১৮টি আদিবাসী পরিবারের বাস। প্রায় সকলেই ক্ষেতমজুর। বছরখানেক আগে এই পাড়ার করণী মুর্মুর মৃত্যু ঘটে। পাড়ার মাতব্বরেরা এর কারণ হিসাবে গৃহবধূ সাবিত্রী কোঁড়াকে ডাইনি হিসাবে চিহ্নিত করে। তখন থেকেই সাবিত্রী কোঁড়ার পরিবারের উপর একটার পর একটা ফতোয়া জারি হতে থাকে। বলা হয় সাবিত্রীর বাড়িতে মনসা গাছ রাখা যাবে না। উচ্ছেদ করা হল মনসা গাছ। বলা হল সাবিত্রীর উপর যে ডাইন ভর করেছে, ওঝা ডেকে সেই ডাইন তাড়াতে হবে। পাশের গ্রাম থেকে ওঝা ডেকে ডাইন তাড়ানো হল। খরচ চৌদ্দ হাজার টাকা। মাতব্বরদের বিধান সব টাকা সাবিত্রীকে দিতে হবে। যাদের গতর ছাড়া কোনো পুঁজি নেই, এতো টাকা পাবে কোথায়? একমাত্র প্রাণের মায়ায় সাবিত্রী ও তাঁর স্বামী শক্তি মনিবদের কাজ করে দেওয়ার অঙ্গীকার করে অগ্রিম দাদন নিলেন। কিন্তু তাতেও ডাইন তাড়ানোর সব টাকা পরিশোধ হল না। বাকি রইলো দু হাজার টাকা। তার উপরে এবার ক্ষতিপূরণের দাবি তুলতে শুরু করলেন মাতব্বররা। যদি টাকা না দেয়, তাহলে সাবিত্রীকে পিটিয়ে মারা হবে। প্রাণ সংশয় দেখে একদিন রাতের অন্ধকারে বাড়ি ছাড়লেন গোটা কোঁড়া পরিবারের সাত জনই। পরের দিনই মাতব্বররা কোঁড়া পরিবারের বাড়িতে তালা লাগিয়ে দেয়। কোঁড়া পরিবার অভিযোগ লিপিবদ্ধ করেন স্থানীয় পঞ্চায়েত থেকে বিডিও। কালনা-১ ব্লকের বিডিও অসীম কুমার নিয়োগী গত ২২ তারিখে কোঁড়াপাড়ায় গিয়ে

আদিবাসীদের বোঝানোর চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। তারপরই শনিবার একটু ব্যাপকভাবে সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এদিন সেখানে যান বর্ধমান জেলার সভাধিপতি দেবু টুডু, কালনা মহকুমা শাসক নীতিন সিংহানিয়া, কালনা মহকুমা

—এরপর চারের পাতায়

কালনাকে পর্যটন মানচিত্রে আনতে বাইক র‍্যালি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৭ জুলাই : সুদৃশ্য ও সুবিন্যস্ত মন্দিরময় কালনা প্রচারের কারণে পর্যটন কেন্দ্র হিসাবে গড়ে উঠতে সক্ষম হয়নি। একবার কালনা দর্শনের পর এই অভিমত ব্যক্ত করেছেন বিভিন্ন দিকপাল পর্যটক। একই কথা বলেছেন অতীত দিনের সিনেমা নায়িকা শর্মিলা ঠাকুরও। সেই প্রচারের দায়িত্ব কাঁধে নিয়ে গত বছর পাহাড় পর্যন্ত বাইক র‍্যালি করেছিলেন একদল যুবক। তাতে সাড়া পেয়েই বুধবারও কালনা ১০৮ শিব মন্দির থেকে একটি বাইক র‍্যালি শুরু হল। ২০টি বাইকে চল্লিশ জন যুবক এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করছেন। র‍্যালির অভিমুখ সাগরের বিভিন্ন পর্যটন কেন্দ্র। এই র‍্যালিতে শুধু কালনার যুবকরাই নন অংশগ্রহণ করছেন বালুরঘাটের অভিজিৎ সরকার এবং রাজারহাট নিউটাউনের তারক কুণ্ডু। র‍্যালির টিম লিডার স্থানীয় বিধায়ক বিশ্বজিৎ কুণ্ডু। পর্যটকদের কালনায় আসার আহ্বান জানিয়ে তাঁদের হাতে তুলে দেওয়া হবে বিভিন্ন প্রচারপত্র, ম্যাপ। বিভিন্ন মন্দিরের ছবি।

নতুন চিঠি

১ অগস্ট, ২০১৬

পশ্চিমবঙ্গে সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থার হাল

সাধারণ সরকারি হাসপাতালগুলি যখন পরিকাঠামোর অভাবে ধুঁকছে তখন একের পর এক সুপার স্পেশালিটি সরকারি হাসপাতালের প্রকল্প পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র সরকারি চিকিৎসা ব্যবস্থাকেই বিপর্যস্ত করে তুলেছে। উদ্দেশ্য হয়তো ভালো হতে পারে, কিন্তু বাস্তবতাবোধহীন এই উদ্যোগে কার্যত কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও সাধারণ মানুষকে সরকারি সেবা ছেড়ে বেসরকারি নার্সিংহোমের খপ্পরে পড়তে হচ্ছে, সে ক্ষমতা না থাকলে সরকারি হাসপাতালের বিছানায় প্রায় বিনা-চিকিৎসায় পড়ে থাকতে হচ্ছে।

রাজ্যের মেডিক্যাল কলেজগুলি দীর্ঘকাল ধরেই ডাক্তার, নার্স ও ওষুধের অভাবে ধুঁকছে। একই অবস্থা তার নিচের স্তরের হাসপাতালগুলিতেও। রাজ্যে রয়েছে ১৩টি সরকারি ও ৩টি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজ, ২৭টি জেলা হাসপাতাল, ৩৬টি মহকুমা হাসপাতাল, ১১টি গ্রামীণ হাসপাতাল, ৩৫০টি ব্লক স্বাস্থ্যকেন্দ্র ও ৯০০টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র। সব স্তরে একই অবস্থা।

এই দুরবস্থার মধ্যেই আরও ৪১টি সুপার-স্পেশালিটি হাসপাতাল খোলার সিদ্ধান্ত হয়েছে। যেগুলি কাজ শুরু করেছে সেখানেও ডাক্তার-নার্স টেকনিশিয়ানের এতই অভাব যে সুচিকিৎসা দেবার মতো পরিকাঠামোই নেই। বিশেষজ্ঞরা বলছেন সব স্তরের হাসাপাতালগুলি চালাতে হলে আরও চার হাজার ডাক্তার, পাঁচ হাজার নার্স এবং এক হাজার টেকনিশিয়ান দরকার। কিন্তু সেদিকে কোনো অগ্রগতি নেই। বেসরকারি চিকিৎসা প্রতিষ্ঠানগুলির আর্থিক প্রলোভনে সরকারি হাসপাতালে অনেক চিকিৎসক টেকনিসিয়ানরাই আসতে চাইছেন না। তাছাড়া ডাক্তারের সংখ্যাও মোট প্রয়োজনের তুলনায় অনেক কম। টেকনিশিয়ানদের অভাবে উন্নত যন্ত্রপাতি বসালেও তা কাজে লাগানো যাচ্ছে না।

এসবের ফলেই রমরমিয়ে চলছে বেসরকারি নার্সিংহোমগুলি। তারা তো ডাক্তার-টেকনিশয়ান সবই পাচ্ছে। কিন্তু সেখানে যাবার ক্ষমতা ক'জনের আছে? যারা যেতে পারছে, তাদেরও অস্বাভাবিকভাবে পকেট কাটা হচ্ছে।

এভাবেই সরকারি সুপারস্পেশালিটি হাসপাতালে কোটি কোটি টাকা খরচ হলেও সাধারণ মানুষের কাছে সুচিকিৎসা পৌঁছে দেওয়া যাচ্ছে না। শুধু টাকা নষ্ট করে চমক দেওয়া নয়, প্রয়োজন সঠিক পরিকল্পনা ও তদনুযায়ী ব্যবস্থাগ্রহণ।

শ্রুতিবাকের সাহিত্য সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ৩১ জুলাই : শ্রুতিবাক-এর সাহিত্যসভা হয়ে গেল আজ বর্ধমানের কালীবাজারে। এবারে সভায় আলোচনার বিষয় ছিল সাহিত্যিক তারাশঙ্কর ও বাঙালির আইকন উত্তমকুমার। সভায় প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন সংস্থার কার্যকরি সম্পাদক অনন্য ভট্টাচার্য। সভাপতিত্ব করেন, কবি কার্তিক গাঙ্গুলি ও অংশুমান কর। মহানায়ককে নিয়ে মনোজ্ঞ আলোচনা করেন মানব বন্দ্যোপাধ্যায়। তারাশঙ্করের রচনা পাঠ করেন মৌমিতা চট্টোপাধ্যায়। কবিতা পাঠ করেন সংঘমিত্রা চক্রবর্তী, সঞ্চয়িতা কুণ্ডু, নিয়াজুল হক, ডাঃ গৌতম সাহা, মানসী চক্রবর্তী প্রমুখ। এই মনোরম সন্ধ্যার শুরু হয় বর্ধমানের বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব পরিতোষ রায় ও নাট্যকর্মী ও সংস্কৃতিমনা প্রথিতযশা চিকিৎসক পারিজাত নন্দীকে স্মরণ করে। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বর্ষীয়ান কবি নীলা কর, শিল্পী ও কবি শ্যামলবরণ সাহা, নাট্যব্যক্তিত্ব দেবেশ ঠাকুর সহ আরও বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব।

এক ডজন প্রশ্ন

১. ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের প্রথম ভারতীয় উপাচার্য কে হয়েছিলেন? তাঁর জন্ম ও মৃত্যু কবে?
২. লাইবেরিয়া দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কাদের শাসনমুক্ত হয়ে কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৩. কবি মোহিতলাল মজুমদারের ছদ্মনাম কী কী ছিল? তিনি কবে প্রয়াত হন?
৪. মালদ্বীপ দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কাদের শাসনমুক্ত হয়ে কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
৫. ইনসুলিন কে কে কবে আবিষ্কার করেন? তাঁদের বাড়ি কোথায়?
৬. বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথকে শেষ অস্ত্রোপচার কবে করা হয়েছিল? কোন কোন ডাক্তার উপস্থিত ছিলেন?
৭. রাজ্যের নাম কর্ণাটক কবে হয়? আগে কী নাম ছিল?
৮. কোন মুঘল সম্রাট আগ্রা থেকে দিল্লিতে রাজধানী কবে স্থানান্তরিত করেন?
৯. প্রথম বিশ্বযুদ্ধ কবে শুরু হয়েছিল? এদিন কোন দেশ কোন দেশকে আক্রমণ করেছিল?
১০. কবে পশ্চিবঙ্গ বিধানপরিষদের অবলুপ্তি ঘটেছিল?
১১. বেরিন দেশটি কোন মহাদেশে অবস্থিত? কোন দেশের শাসনমুক্ত হয়ে কবে স্বাধীন হয়? রাজধানী কোথায়?
১২. ইস্টইন্ডিয়া কোম্পানি অধিকৃত ভারতবর্ষের রাজধানী কবে কোথায় হয়েছিল?

(উত্তর শেষের পাতায়)

ডুবছে স্বদেশ ঋণের পাঁকে, মোদির অচ্ছে দিন কোথায়? রাজ্যেও তথৈবচ

মুঝে উল্লু বানা বং

কাল হার্মাদ

রিজার্ভ ব্যাঙ্কের পূর্বাভাস মতো বাজার থেকে আবার ঋণ নিতে চলেছে রাজ্য সরকার। গত ১৪ জুন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়-এর সরকার ২ হাজার কোটি টাকা ঋণ করে। এ পর্যন্ত এই সরকার বাজার থেকে ১ লক্ষ ১৬ হাজার ৫০০ কোটি টাকা ঋণ করেছে।

২০১১ সালে বামফ্রন্টের বিদায়কালে সাকুল্যে ঋণের পরিমাণ ছিল ১ লক্ষ ৯২ হাজার কোটি টাকা (মোট ৩৪ বছরে), বাজার থেকে ৭২ হাজার কোটি টাকা। অর্থমন্ত্রী বাজেটে জানিয়েছেন এখন পর্যন্ত রাজ্যের ঋণ ৩ লক্ষ ৫ হাজার কোটি টাকা। ২০১৭ সালের মার্চে এটা দাঁড়াতে চলেছে ৩ লক্ষ ৩৪ হাজার কোটি টাকার।

মুখ্যমন্ত্রী বলে বেড়াচ্ছেন বামফ্রন্টের রেখে যাওয়া ঋণের টাকা মেটাতেই সব চলে যাচ্ছে। ফলে নতুন চাকরি দেওয়া যাচ্ছে না। ডি.এ দেওয়া সম্ভব নয়। আসল কথা সুদ ও আসল বাবদ (১৪-১৬) সালে ফেরত দিতে হয়েছে ৩৩ হাজার ৬৭ কোটি। রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন বাবদ দেওয়া হয়েছে ৪৬ হাজার কোটি টাকা। অর্থাৎ দুটো মিলিয়ে ৭৯ হাজার ২৬৪ কোটি। অন্যদিকে এই আর্থিক বছরে (২০১৫-২০১৬) রাজ্য সরকারের নিজস্ব আয় ও কেন্দ্রীয় অনুদান নিয়ে কোষাগারে এসেছে ১ লক্ষ ৪৫ হাজার ৫০১ কোটি টাকা। যাতে দায় মিটিয়ে উদ্বৃত্ত থাকার কথা ৬৬ হাজার ২৩৭ কোটি টাকা। সেটা কীভাবে খরচ হচ্ছে?

রাজ্যের অর্থমন্ত্রী অমিত মিত্র বাজেট বক্তৃতা ছাড়াও বিভিন্ন সময় একটি পরিসংখ্যান বার বার খাওয়ানোর চেষ্টা করছেন—রাজ্যে ৬৮ লক্ষ কর্মসংস্থান হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে তার কোনো প্রতিফলন নেই। অর্থমন্ত্রীর কথা ও কাজে ফারাক না থাকলে রাজ্যের গলি থেকে রাজপথে শিক্ষিত বেকার যুবকদের হাসি দেখা যেত। নতুন শিক্ষক নেই। তোলাবাজি, হুজ্জতির প্যাঁচে পড়ে বেশ কিছু শিল্প বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। রাজ্যে সরকারি ক্ষেত্রে হাসপাতাল, স্কুল কলেজে কোথাও শূন্য পদ পূরণ হচ্ছে না। প্রতিদিন বিভিন্ন বিভাগে বয়সজনিত কারণে অবসর গ্রহণ চলছে, পরিবর্তে নতুন কর্মী আসছে না। সরকারি কলেজ শিক্ষক, অধ্যক্ষ, মাধ্যমিক বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বিদ্যালয় কোথাও বিধিবদ্ধ নতুন নিয়োগ নেই। বিভিন্ন বিভাগে অস্থায়ী এবং অবসরগ্রহণকারীদের সঙ্গে চুক্তিতে কিছু কর্মী নিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। তাতে বেকারির জ্বালা কমছে না। অন্যদিকে অবসরপ্রাপ্তদের জায়গায় নতুন কর্মী না আসায় সরকারি কোষের টাকা সাইকেল, জুতো এবং দোলনা কেনার জন্য রাখা হচ্ছে। এখনই জেলার প্রায় ৩০০ গ্রামের স্কুলে ১জন বা ২জন শিক্ষক আছেন, এরপরে তাঁরা দো-দুল-দোল খেলা চালিয়ে দিন যাপন করবেন। ম্যাডাম ও তাঁর পার্শ্বচররা রাজ্যে উন্নয়ন হচ্ছে না শুনবেন না। কারণ 'তেলেভাজা'ও তো শিল্প।

অচ্ছে দিন :

দেশের ১০টি কর্পোরেট সংস্থার কাছে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাঙ্কগুলির বকেয়া আছে ৭ লক্ষ কোটি টাকা। এর মধ্যে রিলায়েন্সের ১ লক্ষ ২৫ হাজার কোটি টাকা, আদানী গোষ্ঠীর ৯৬ হাজার ৩১ কোটি টাকা, বেদান্ত গোষ্ঠীর ১ লক্ষ ৩ হাজার কোটি টাকা, এসার গোষ্ঠী ১ লক্ষ ১ হাজার কোটি টাকা, জিন্দাল গোষ্ঠীর ৫৮ হাজার ১৭১ কোটি টাকা। ব্যাঙ্কগুলির ঋণের ১৯.৩ শতাংশ পড়ে রয়েছে এই রকম ১০০টি সংস্থার কাছে। দেশের মাটিতে ওই টাকাই উদ্ধার করার মুরোদ নেই মোদী সরকারের তো বিদেশ-বিভুঁইয়ের গোপন ব্যাঙ্কের এ্যাকাউন্ট সীল করে টাকা আসবে একথা এখনও কেউ বিশ্বাস করেনি এখনও করে না। উল্টোদিকে বেকারি বাড়ছে, দ্রব্যমূল্য আকাশ ছোঁয়া, সাধারণ মানুষের নাভিশ্বাস উঠছে। সুতরাং আম আদমির অচ্ছে দিন আসবে না। অচ্ছে দিন আসছে কর্পেরেট হাউসের বিদেশি রাষ্ট্রগুলির।

দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচনী প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরি দেবেন। মোদির সেই 'অচ্ছে দিন' আসেনি। ক্রমবর্ধমান মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে চলছে বেকারি বৃদ্ধি। শিল্প ও শিল্প উৎপাদন বাড়েনি, সুতরাং কর্মসংস্থানও নেই। এই মুহূর্তে কেন্দ্রীয় সরকারি দপ্তরগুলিতে শূন্যপদের সংখ্যা ৭,৪৭,১৭১ জন। বর্তমান অনুমোদিত পদের সংখ্যার প্রায় ১৭ শতাংশ।

কেন্দ্রীয় সরকার নিয়োগের উপর নিষেধাজ্ঞা বজায় শুধু রাখেনি, নতুন পদ সৃষ্টির পরিবর্তে বহাল পদগুলিই বিলোপ করা হচ্ছে। মোদি ক্ষমতায় আসার আগেই বলেছিলেন সুইস ব্যাঙ্কে গচ্ছিত দেশের কালো টাকা ফিরিয়ে এনে আমজনতার ব্যাঙ্কে ডিপোজিট করে দেওয়া হবে। তাতে একজন যে বাবার কালে ব্যাঙ্কের মুখ দেখেনি তার নতুন জিরো ব্যালান্স এ্যাকাউন্টে ১৫ থেকে ২০ লক্ষ টাকা ঢুকে যাবে। 'স্বপ্ন স্বপ্ন শুধু স্বপ্ন রয়ে যায়'। টাকা উদ্ধারের তো কোনো উদ্যোগই নেই।

স্মার্টফোনের ব্যবহার নিয়ে সতর্ক থাকুন

সম্প্রতি লন্ডনের 'লাইভ সায়েন্স' নামক পত্রিকায় একটি খবর প্রকাশিত হয়েছে। চোখের এক ডাক্তরবাবুর কাছে ২২ বছরের এক মহিলা হাজির হয়ে জানালেন তিনি ডানচোখে দেখতে পাচ্ছেন না। বাম চোখে কোনো সমস্যা নেই। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করলেন তার স্মার্টফোন আছে কিনা, মহিলা বললেন হ্যাঁ আছে। ডাক্তারবাবু জিজ্ঞাসা করেলেন তিনি রাত্রে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন কি না? করলে কখন কিভাবে ব্যবহার করেন? মহিলা যা বললেন তাতে জানা গেল রাত্রে অন্ধকার ঘরে শুয়ে পড়ে বালিশে মাথা রেখে প্রায় একচোখে স্মার্টফোন ব্যবহার করেন। আরও জানা গেল স্মার্টফোন অফ করে দিলে আলো সইয়ে নেওয়া চোখটি আপাতদৃষ্টিতে অন্ধ। যদিও এটি অন্ধকারেও চোখ সইয়ে নিয়েছে। চোখের ডাক্তারবাবুর কাছে আসেন আর এক চল্লিশ বছরের মহিলা। তিনি বলেন, সূর্যোদয়ের আগে উঠে পড়লেই একচোখে দেখতে পাচ্ছেন না। ১৫ মিনিটের বেশি এই সমস্যায় তাঁকে পড়তে হচ্ছে। তিনি আরও জানান ৬ মাস অন্তর এই অসুবিধা হচ্ছে।

দুটি ক্ষেত্রেই চিকিৎসক দেখলেন স্মার্টফোন বহুক্ষণ ব্যবহারের ফলেই এটা হচ্ছে। বিশেষ করে রাত্রে আলো নিভিয়ে ঘুমাতে গিয়ে স্মার্টফোনের ব্যবহারের ফলে। অন্ধকারে স্মার্টফোনের ক্ষতিকারক রশ্মি নষ্ট করছে চোখ। ভাঙছে ডি.এন.এ।

নিউ ইংল্যান্ড জার্মাল অফ মেডিসিনের এক গবেষণায় দেখা গেছে যাঁরা ঘুমোতে যাওয়ার আগে অন্ধকার ঘরে বসে যদি হোয়াটস্অ্যাপ চেক করেন কিংবা ফেসবুক খুলে স্ট্যাটাস লেখেন অথবা স্মার্ট ফোন নিয়ে অন্ধকারে বসে গল্প করেন সামনে তাঁদের সমূহ বিপদ!

ট্রানসিয়েন্ট স্মার্টফোন ব্লাইন্ড নেমে অন্ধ হয়ে যাওয়া অপেক্ষায় থাকছে। তাই অন্ধকার ঘরে বসে স্মার্টফোন ব্যবহারে সতর্ক হোন।

সংকলক : কাজি আবুল করিম

চিঠিপত্র

মতামত পত্র প্রেরকের নিজস্ব

জলাধারগুলির নাব্যতার দিকে কর্তৃপক্ষ নজর দিন

যৌবনের প্রারম্ভে কর্মসূত্রে কোলকাতার বিভিন্ন স্থান হেঁটে বেড়িয়েছি। এক বন্ধুও জুটে গেলেন। একদিন নিয়ে গেলেন বাগবাজার অঞ্চলে। দেখলাম বিরাট মোটা কালো রঙের একটা পাইপের একটা দিক গঙ্গায় ডোবানো। আর একদিক কোথায় গেছে জিজ্ঞেস করে জানলাম ওই পাইপ দিয়ে গঙ্গানদীর পলিমাটি নিয়ে পাঠানো হচ্ছে ধাপায়। ওটা ভরাট করে মধ্যবিত্ত মানুষদের মধ্যে সস্তাদরে জমি দেবেন তখনকার মুখ্যমন্ত্রী বিধানচন্দ্র রায়। ধাপায় তখন কোলকাতার সমস্ত বর্জ্য ফেলা হতো। চাষ হতো কপি সহ অন্যান্য শাক সব্জির। ট্যাংরা মাছ হতো জলাগুলিতে বেশ বলিষ্ঠ চেহারার। কোলকাতার মানুষেরা সেই ঢাউস সাইজের ফুলকপি বা বাঁধা কপি (দাম চার আনা) খেতে চাইতেন না, খারাপ পঙ্কজ বলে।

আমার চিঠির গন্তব্য কিন্তু ওটা নয়। দামোদর ভ্যালি কর্পোরেশন জল আটকানোর জন্য কয়েকটি জলাধার তৈরি করেছিল। উদ্দেশ্য জলবিদ্যুৎ তৈরি করা এবং সেচের জন্য জল জমিয়ে রেখে প্রয়োজন মতো শস্যক্ষেত্রে সেচ দেওয়া।

ইদানীং ডিভিসির ভূমিকাটা বেশ পাল্টে গেছে। জলাধারগুলি পলি জমে জমে ভরাট হয়ে যাচ্ছে। বাঁধগুলিকে অক্ষত রাখার জন্য অপ্রয়োজনে জল ছেড়ে দিয়ে পাকা ফসলের সমূহ ক্ষতি করছে।

বিজ্ঞানীরা কি একটু ভেবে দেখবেন? পাইপ দিয়ে যান্ত্রিক উপায়ে পলি উঠিয়ে অন্যত্র পাঠানো যায় কিনা? সেই পলি ফসলের খেতে সার হতে পারে অথবা ইট তৈরি হতে পারে। ইটের জন্যও হাজার হাজার বিঘার বহুফসলি জমি নষ্ট করে ফেলা হচ্ছে। প্রশাসন একটু নজর দিন না এদিকটায়।

অরুণ সান্যাল
বর্ধমান-২

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ম্যালেরিয়া—কিছু ভাবনা

অশ্বিনীকুমার

ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আলোচনা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের মধ্যে উঠে আসছে বিশেষ গুরুত্ব নিয়ে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার বিশেষজ্ঞরা ম্যালেরিয়াকে গুরুত্ব দিয়ে বিশ্বব্যাপী নানা কর্মকাণ্ড ও আলোচনার উপস্থাপনা করে চলেছে। কিছু তথ্যের দিকে তাকলে গুরুত্ব দেওয়ার কারণ বুঝতে অসুবিধা হয় না। যেমন, সারা বিশ্বে ১৯৮০ সালে ম্যালেরিয়ায় মারা গিয়েছিল প্রায় নয় লক্ষ পঁচানব্বই হাজার মানুষ, ২০০৪ সালে ম্যালেরিয়ায় মৃত্যু বেড়ে হয়েছিল প্রায় আঠারো লক্ষ সতেরো হাজার। কিন্তু ২০১০ সালে মৃত্যু কিছুটা কমে। ওই বছর সারা বিশ্বে মারা যায় প্রায় বারো লক্ষ আটত্রিশ হাজার মানুষ। এই বছর আফ্রিকাতে পাঁচ বছরের কম বয়সী শিশুদের মধ্যে ম্যালেরিয়ায় মারা যায় প্রায় চার লক্ষ পঁয়ত্রিশ হাজার মানুষ। এই মৃত্যুর বেশিরভাগের কারণ, প্ল্যাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম নামক ম্যালেরিয়া জীবাণুর ওপর ওষুধের ক্রিয়ার বিরুদ্ধে ফ্যালসিপেরাম ম্যালেরিয়ার রোধ।

ম্যালেরিয়া সম্পর্কে আরও কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা প্রয়োজন। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার হিসাব অনুযায়ী প্রতি বছর সারা বিশ্বে প্রায় তিরিশ থেকে পঞ্চাশ কোটি মানুষ ম্যালেরিয়ায় আক্রান্ত হয়। প্রায় একটি দেশে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ খুব বেশি। আমাদের দেশে উত্তরপূর্ব ভারতে ম্যালেরিয়া প্রকোপ দেশের অন্যান্য অঞ্চলের চেয়ে বেশি।

পরিবেশের সঙ্গে ম্যালেরিয়া রোগের প্রকোপের বাড়া-কমার সম্পর্ক নিবিড়। যেমন, বায়ুমণ্ডলের গড় তাপমাত্রা, বৃষ্টিপাত, বাতাসের বেগ, আপেক্ষিক আর্দ্রতা ইত্যাদির উপর ম্যালেরিয়া সংক্রমণের জন্য বাহক মশার জীবনচক্র ও ম্যালেরিয়া জীবাণুর বংশবিস্তার নির্ভরশীল। ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক পরিবেশ ম্যালেরিয়া বাহক মশার বৃদ্ধির সহায়ক দেশের এক বিস্তৃত অঞ্চলে। তবে পাহাড়ের নির্দিষ্ট উচ্চতার ওপর মশার বংশবৃদ্ধি অসম্ভব, ফলে অত্যন্ত উঁচু পাহাড়ি জনপদে ম্যালেরিয়ার প্রকোপের সম্ভাবনা কম। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, আমাদের দেশের অরুণাচল প্রদেশের কথা। এই রাজ্যে আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটে দ্রুত ও নানা ধরনের আবহাওয়ার মধ্যে এই অঞ্চলের মানুষেরা বাস করেন। এই রাজ্যের পূর্ব সিয়াং জেলায় আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে ম্যালেরিয়ার সম্পর্ককে কেন্দ্র করে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান সংঘটিত হয়েছে। আমাদের দেশে আবহাওয়ার ধরনকে মোটামুটি চারভাগে ভাগ করা যায়। যেমন, পাহাড়ি অঞ্চলের আবহাওয়া, ট্রপিকাল আদ্র আবহাওয়া, ট্রপিকাল শুষ্ক আবহাওয়া ও সাবট্রপিকাল আর্দ্র আবহাওয়া। দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় প্রায় শতকরা সত্তরভাগের ওপর ম্যালেরিয়া আক্রান্ত রোগীর বাস আমাদের দেশে। সেজন্য ভারতবর্ষে ম্যালেরিয়া নিয়ে বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান হয়ে চলেছে বিভিন্ন সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া অঞ্চল ভেদে বিভিন্ন ভাগে বিভক্ত। যেমন, জঙ্গলে বসবাসকারী উপজাতিদের মধ্যে ম্যালেরিয়া শহর ও শহরের বস্তিবাসীদের ম্যালেরিয়া, শিল্পাঞ্চলে বসবাসকারী মানুষদের ম্যালেরিয়াতে সমতলভূমিতে বসবাসকারী বিস্তৃত অঞ্চলের ম্যালেরিয়া। এই বিভাজন বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান-নির্ভর। এর বিস্তৃত কারণও প্রকৃতি আমাদের বর্তমান আলোচ্য বিষয় নয়।

আমরা তাকাবো সেসব মশার দিকে, যারা লক্ষ লক্ষ মানুষকে আক্রান্ত করছে ম্যালেরিয়া ও বহু মৃত্যুর পরোক্ষ কারণ। যেমন, অ্যানেফিলিস কিউলিসিফ্যাসিস গ্রামাঞ্চলের বাহক মশা, শহরাঞ্চলে অ্যানেফিলিস স্টিফেনসাই হল মূল বাহক মশা, অর্থাৎ একে বলা যেতে পারে শহুরে মশা। পাহাড়ের পাদদেশে যে মশার রাজত্ব, তার নাম অ্যানোফিলিস ফ্লাভিয়াটিলিস। উত্তরপূর্ব ভারত যে মশাদের দখলে তারা হল—অ্যানোফিলিস মিনিমাস, অ্যানোফিলিস নিভিপেস, অ্যানোফিলিস ফিলিপিনেনসিস ও অ্যানোফিলিস ভাইরাস। আন্দামান ও কার নিকোবর দখল করেছে অ্যানোফিলিস সানডাইকাশ। এরা সবাই মিলে আমাদের দেশে যে ম্যালেরিয়া জীবাণুদের বহন করে তাদের মধ্যেও বৈচিত্র আছে। প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম, প্লাসমোডিয়াম ভাইভাক্স ও প্লাসমোটিডাম ম্যালেরি, প্রধানত এই তিন ধরনের জীবাণু সংক্রামিত হয় আমাদের দেশে। এদের মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক প্লাসমোডিয়াম ফ্যালসিপেরাম। ম্যালেরিয়া, মৃত্যু হয় মূলত ফ্যালসিপেরাম প্রজাতির জন্য। মস্তিষ্কের সংক্রমণ, ফুসফুসে রক্তক্ষরণ, ইত্যাদি মৃত্যুর মূল কারণ হিসাবে দেখা যায়। উল্লিখিত প্রজাতিগুলি ছাড়া প্লাসমোডিয়াম ওভেল ও প্লামোডিয়াম গেলেসি পৃথিবীর অন্যান্য জায়গায় দেখা যায়।

মশার কামড় ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণের প্রধন কারণ হলেও অন্য কিছু বিষয় মনে রাখা প্রয়োজন। বিভিন্ন রোগের কারণে রোগীকে রক্ত দেয়া প্রয়োজন হয়ে পড়ে। মনে রাখতে হবে, সংগৃহীত রক্তে যদি ম্যালেরিয়ার জীবাণু থাকে, গ্রহীতার শরীরে তা ম্যালেরিয়া রোগ সংক্রমণে সক্ষম। এছাড়া অঙ্গ প্রতিস্থাপনেও ম্যালেরিয়া গ্রহীতার শরীরে ঢুকতে পারে।

ম্যালেরিয়া রোগের চিহ্ন রোগীর শরীরে নানাভাবে প্রকাশ পেতে পারে। জ্বরের সঙ্গে, মাথাব্যথা, কাঁপুনি, বমি ইত্যাদি সহজেই চোখে পড়ে। তবে সাধারণত জ্বরের শুরুতেই জ্বর কমানোর ওষুধের প্রয়োগ রোগের সুনির্দিষ্ট চিহ্নগুলির প্রকাশ বিলম্বিত করতে পারে।

বর্তমানে ম্যালেরিয়া রোগের চিকিৎসার ক্ষেত্রে একধরনের জটিলতার সম্মুখীন হচ্ছেন চিকিৎসকরা। মূলত 'ড্রাগ রেসিস্টেন্স' বা ওষুধ কাজ না কারর সমস্যা মাথাচাড়া দিয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। বহু ওষুধ এসেছে বাজারে। কিন্তু ওষুধ কাজ না করার সমস্যা থেকে আমরা রেহাই পাইনি। সাধারণত যে ওষুধগুলি ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে কার্যকরী তার পরিচয় নীচে দেওয়া হল—

- ☐ ক্লোরোকুইন, অ্যাসোডায়াকুইন।
- ☐ কুইনিন, কুইনডিন।
- ☐ গাইপেরাকুইন।
- ☐ প্রাইমাকুইন ও ট্যাফেনোকুইন।
- ☐ মেফ্লোকুইন, হ্যালোফেমট্রিন, লুমিফেনট্রিন।
- ☐ প্রোগুয়ানিল, পাইরিমেথামিন, ফ্লোর প্রোগুয়ানিল ইত্যাদি।
- ☐ আর্টেমিসিনিন, ডাইহাইড্রো আর্ট্রেমিসিনিন, আর্টেমিথার, আর্টেসুনেট।

এত বিভিন্ন ধরনের ওষুধ থাকা সত্ত্বেও ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারছেন না চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। বিভিন্ন ওধুষের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে সক্ষম এইসব জীবাণু। ফলে চিকিৎসা কঠিন হয়ে পড়ছে।

আমাদের দেশে ওষুধ-প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া জীবাণু পাওয়া গেছে বহু বছর আগে। ১৯৭৩ সালে কারবি অ্যাংলং ও ১৯৭৪ সালে নওগাঁও-এ ক্লোরোকুইন প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া পাওয়া গেছে। এই সমস্যা আমাদের দেশে মূলত উত্তর-পূর্ব ভারতেই শুরু হয়। আসাম ও অরুণাচল প্রদেশ থেকে ওষুধ-প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ার খবর আসতে থাকে ১৯৭৪ পরবর্তী বিভিন্ন সময়ে। এছাড়া উড়িষ্যা থেকেও এই জাতীয় প্রতিরোধী জীবাণুর অস্তিত্বের খবর পৌঁছায় বিজ্ঞানীদের কাছে। মুম্বাই শহরে দুজন রোগী পাওয়া গেছে যারা ক্লোরোকুইন ডোজ সম্পূর্ণ নেওয়ার পরেও রোগমুক্ত হতে পারেনি।

ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়া বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের কাছে বড় চ্যালেঞ্জ। বিভিন্ন প্রচলিত ওষুধ যাদের ক্ষেত্রে কার্যকরী হচ্ছে না, তাদের জন্য নতুন ওষুধ বাজারে আসছে। যেমন, ডাইহাইড্রো আর্টেসিসনি-পাইপেরাকুইন এর মিশ্রণ এবং আর্টেমিথার-লুমিফেনট্রিন-এর মিশ্রণ, সাধারণ ওষুধ প্রতিরোধী ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রে কার্যকরী হতে দেখা গেছে।

এ প্রসঙ্গে একটি দিকে নজর দেওয়া প্রয়োজন। একটু অতীত পর্যালোচনা করা দরকার। একসময়ে ম্যালেরিয়ার বিরুদ্ধে মানুষের হাতে তেমন কোনো অস্ত্র ছিল না। কুইনিন আসার পর মানুষ কিছুটা স্বস্তি পেয়েছিল। তারপর সময়ের দাবিতে, অন্যান্য বহু ম্যালেরিয়ার ওষুধ আমাদের হাতে এসেছে। সেসব বহু ওষুধ বর্তমানে সকলের রোগ সারাতে অক্ষম। ফলে আরও নতুন নতুন ওষুধ বাজারে আসছে। এইসব নতুন ওষুধের বিরুদ্ধেও কোনো এক সময়ে ম্যালেরিয়ার জীবাণু প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারে।

তাই শুধু চিকিৎসার দিকে না তাকিয়ে রোগ প্রতিরোধের দিকে তাকানো দরকার। মশার বংশবৃদ্ধি যাতে না হয়, পরিবেশকে সেভাবেই গড়ে তোলা প্রয়োজন। আমাদের প্রাকৃতিক পরিবেশকে

—এরপর চারের পাতায়

জিন প্রযুক্তি এবং আমরা

জয়দেব নায়েক

পরমাণু অস্ত্রের ব্যবহার, পরমাণু বিদ্যুৎ নির্মাণকেন্দ্রে বিস্ফোরণ এবং যুদ্ধের রাসায়নিক অস্ত্রের ব্যবহারে সৈনিক এবং সাধারণ মানুষের দেহে নানা পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। দেখা যায় এসব ঘটনায় দেহকোষের জীবের পরিবর্তন ঘটে গেছে। বিজ্ঞানীরা অনুভব করেন মানুষের কোষে সামগ্রিক জিন বা মানব জিনোম সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞানের প্রয়োজন। এর পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৯০ সালে মানব জিনস প্রকল্পের কাজ শুরু হয়। এবং ঠিক হয় ২০০৩ সালে এই প্রকল্পের কাজ শেষ করতে হবে। নির্ধারিত সময়ের আগেই এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয়।

এই প্রকল্পের উদ্দেশ্য ছিল—

ক) মানুষের ডি.এন.এ-তে আনুমানিক ৮০ হাজার জিনকে চিহ্নিত করা।
খ) ডি.এন.এ-তে ৩০০ কোটি রাসায়নিক বেসের ক্রোম নির্ণয় করা।
গ) সমস্ত তথ্যকে একটি ডেটাবেসে রক্ষিত করা।
ঘ) এই সমস্ত ডেটা বিশ্লেষণের জন্য উন্নত প্রযুক্তি বের করা।
ঙ) সম্ভাব্য সামাজিক, নৈতিক এবং আইনগত দিকগুলি খতিয়ে দেখা।

যে-কোনো জীবের কোষের নিউক্লিয়াসে থাকে ক্রোমোজম। ক্রোমোজম দেখতে প্যাঁচানো সিঁড়ির মতো। জীবের জৈবিক ক্রিয়ার সমস্ত প্রয়োজনীয় নির্দেশ ক্রোমোজমে লিপিবদ্ধ থাকে।

কোষের ডি.এন.এ-তে অবস্থিত সামগ্রিক জিনসমষ্টিকে বলা হয় মানবজিনোম। ডি.এন.এ-র ছোট টুকরোকে বলে জিন। এই জিনগুলির মধ্যেই প্রোটিন তৈরির সমস্ত নির্দেশাবলী লিপিবদ্ধ থাকে। দেখা গেছে প্রায় ৩০ হাজার জিন গড়ে তিনটি প্রোটিন তৈরি করে।

বিজ্ঞানীরা দেখেছেন বিভিন্ন মানুষের ক্রোমোজোমের মধ্যে পার্থক্য ০.১ শতাংশ। এই পার্থক্য বুঝতে পারলে মানুষের অসুখ-বিসুখের চিকিৎসা সহজে করা সম্ভব হবে। ব্যবসায়িক ভিত্তিতে ইনসুলিন তৈরি, মানুষের বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় হরমোন তৈরি, বন্ধ্যাত্বের চিকিৎসার জন্য ওষুধ, মানুষের অ্যালবুমিন অ্যান্টিবডি, ভ্যাকসিন এবং আরো নানা ওষুধ তৈরি হচ্ছে। জিন প্রযুক্তির সাহায্যে ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট-এর মতো আণুবীক্ষণিক জীবদের রূপান্তর ঘটানো হয়। এই রূপান্তরিত আনুবীক্ষণিক জীবগুলি প্রয়োজনীয় প্রোটিন তৈরি করে। বাণিজ্যিকভাবে এই প্রোটিন প্রচুর পরিমাণে তৈরি করা হচ্ছে।

ক্লোনিং পদ্ধতিতে একটি আস্ত ভেড়া (ডলি) তৈরির কথা আমরা সবাই জানি। কোনো প্রাণীর একটিমাত্র দেহ কোষ থেকে ওই প্রাণীর হুবহু একটি প্রতিরূপ প্রাণী তৈরি করাই হচ্ছে ক্লোনিং। ক্লোনিং সব দেহকোষ থেকে করা যায় না, কিছু কিছু দেহকোষ থেকে করা যায়। বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, বিভিন্ন উদ্ভিদ সহ নানান প্রাণীর দেহকোষের ক্লোনিং বিজ্ঞানীরা করেছেন। ব্যাকটেরিয়া, ইস্ট, ছত্রাক-এর মতো আনুবীক্ষণিক জীবের ডি.এন.এ. তে ইচ্ছে মতো বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় জিন যোগ করা যায়। আবার তাদের ডি.এন.এ.-তে কোনো নির্দিষ্ট জিন-এর গুণ যাতে প্রকাশ না পায় তার ব্যবস্থাও করা যায়। এর ফলে বিশেষ কতকগুলি পরিবর্তন লক্ষ করা যায়। আবার উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্ষেত্রেও জিনের পরিবর্তন করা যায়। এই পদ্ধতিতে তৈরি উদ্ভিদ বা প্রাণীকে ট্রান্সজেনিক উদ্ভিদ বা প্রাণী বলা হয়।

ডি.এন.এ.-র গঠন আবিষ্কার এবং মানুষের ডি.এন.এ-র ক্রমের সম্পূর্ণ মানচিত্র তৈরির পদ্ধতি আবিষ্কারে চিকিৎসাবিজ্ঞানে অভূতপূর্ব অগ্রগতি ঘটেছে। এর ফলে নির্দিষ্ট রোগ নিয়ে বাচ্চা জন্মাবার সংখ্যা অনেকখানি কমবে যদি সব ক্ষেত্রে এই নতুন পদ্ধতিতে চিকিৎসার সুযোগ থাকে। সব বাচ্চাই সুস্থ সবল হয়ে জন্মাবে। জিন-প্রযুক্তির উন্নতির ফলে বহু রোগকে প্রকাশ হওয়ার অনেক আগেই চিহ্নিত করা ও তার নিরাময় করা সম্ভব হচ্ছে। তবে এখন এর খরচ এত বেশি যে খুব কম লোকই এই পদ্ধতির সুযোগ নিতে পারে।

আমাদের শরীরে জন্মগত কিছু দুর্বলতা থাকে যা হৃদ্‌রোগ, ডায়াবেটিস, ক্যান্সারের মতো বহু রোগের কারণ হয়। প্রতি মানুষের ডি.এন.এ. ম্যাপ তৈরি করতে পারলে ঐ সব রোগ বহিঃপ্রকাশের অনেক আগেই ধরা যাবে এবং তা নিরাময় সম্ভব। বহু মানুষেরই জিনগত ত্রুটি থাকে। কিন্তু তা সবসময় প্রকাশ পায় না। বিভিন্ন বিকীরণ, রাসায়নিক পদার্থ, খাদ্য, পুষ্টি, পরিবেশ, জীবনযাপনের পদ্ধতি প্রভৃতির ওপর তার প্রকাশ নির্ভর করে।

সাধারণ ভ্যাক্সিনে ভাইরাস ব্যবহার করা হয়। এই ভাইরাস হচ্ছে আর.এন.এ. পলিমার, এদের নিজস্ব জেনেটিক কোড আছে। এই ভাইরাস মানুষের কোষের উপর কাজ করে। তবে এর ফলে কোষের জন্মগত কোনো পরিবর্তন হয় না। বর্তমানে চিকিৎসার জন্য ভাইরাস ব্যবহার করা হয় তবে এই ভাইরাস মানুষের কোষে নূতন জিন প্রতিস্থাপিত করে। এই নূতন প্রবেশ করা জিন একটি কার্যকরী প্রোটিন তৈরি করে এবং এই প্রোটিনই রোগের চিকিৎসা করবে। এই পদ্ধতিকে বলে জিন থেরাপি। ১৯৮৯ সাল থেকে ২০১৫ সাল পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা এই ধরনের ২২০০ পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। মানুষের জিনগত ত্রুটি থাকলে জিন থেরাপি ব্যবহার করে তা সংশোধন করা যায়। এক্ষেত্রে ডি.এন.এ. (মানুষের নয়) ব্যবহার করা হয় যার এমন কার্যকরী চিকিৎসাযোগ্য জিন থাকে যা ত্রুটিযুক্ত জিনকে প্রতিস্থাপিত করতে পারে। চোখের রোগ, বিভিন্ন ধরনের লিউকেমিয়া এবং পারকিনসন রোগের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তার ফলও পাওয়া গেছে।

প্রথম দিকে একটিমাত্র জিনের ত্রুটির জন্য যে রোগ হয় তার উপর পরীক্ষা করা হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে ফাইব্রাসিস, হোমোফেলিয়া, থ্যালাসেমিয়া, অ্যানেমিয়া এই সব রোগ। পরে একাধিক জিনগত ত্রুটির জন্য যেসব রোগ হয় সেই সব রোগের ক্ষেত্রে জিন থেরাপি ব্যবহার করে ভালো ফল পাওয়া গেছে। এই পরীক্ষায় প্রয়োজনীয় ডি.এন.এ.-কে ভাইরাসের মধ্যে প্রবেশ করানো হয় এবং এই ভাইরাসকে ক্ষতিগ্রস্ত কোষের মধ্যে পাঠালে প্রয়োজনীয় ডি.এন.এ. কোষের ক্রোমোজম স্থানান্তরিত হয়। বর্তমানে ভ্যাকসিনের সাহায্যে বাইরে থেকে প্রয়োজনীয় ডি.এন.এ-কে কোষে পাঠানো যায়। অতি সম্প্রতি নিউক্লিয়েজের কার্যকারিতা আরো ভালোভাবে বিজ্ঞানীরা করতে পেরেছেন। এর ফলে আরো সরাসরি ডি.এন.এ-র ত্রুটি সংশোধন করা সম্ভব হয়েছে। এর জন্য নতুন নতুন প্রযুক্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং আরো হবে।

GGT (জার্ম লাইন জিন থেরাপি) জার্ম কোষে (শুক্রাণু বা ডিম্বাণু কোষ) একটি কার্যকরী জিন প্রবেশ করিয়ে তা পরিবর্তিত করা হয়। ফলে এই প্রাণীর সমস্ত কোষে একই পরিবর্তন হয় এবং তা পরবর্তী প্রজন্মে স্থানান্তরিত হয়। পৃথিবীর বেশ কিছু দেশে এই পদ্ধতি অপাতত নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কারণ এর সম্ভাবনা যেমন রয়েছে ঝুঁকিও রয়েছে। পরীক্ষা নিরীক্ষার মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা তা দূর করার চেষ্টা করছেন। সবচেয়ে বেশি জিন সম্পর্কিত গবেষণা হচ্ছে আমেরিকায়। ওই দেশে স্বাস্থ্য ও মানবসেবা দপ্তর এবং জাতীয় খাদ্য প্রতিষ্ঠানকে নিয়ে গঠিত উপদেষ্টা কমিটি গবেষণা সম্পর্কে কতকগুলি নির্দেশিকা জারি করেছেন। ভবিষ্যতে যাতে এর প্রয়োগে মানব সমাজে কোনো বিপর্যয় না আসে তার দিকে লক্ষ্য রেখেই এই নির্দেশিকা। জিন কারিগরি বিদ্যার কোনো গবেষণা করতে গেলে এই উপদেষ্টা কমিটির কাছে ছাড়পত্র নিতে হয়। বর্তমানে একজন মানুষের একবার জিনের ক্রম নির্ণয় করলে বিভিন্ন সময়ে তার বিশেষ রোগের জন্য একটি বিশেষ ওষুধ ব্যবহার করা হচ্ছে। একই রোগের জন্য সবারই একই ওষুধ ব্যবহার করা হবে না। এর ফলে ওষুধের পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া থাকবে না বললেই চলে।

এখন ইঁদুর, শূকর, মুরগি, মাছ সহ বহু প্রাণীর ট্রান্সজেনিক প্রজাতির প্রচুর উৎপাদন হচ্ছে। ধান,

—এরপর চারের পাতায়

দুঃসাহসিক চুরি কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জুলাই : গত রাত্রে ১৪ নং ওয়ার্ডের ছোট দেউড়ী পাড়ার বাসিন্দা আরতি মণ্ডলের বাড়িতে এক দুঃসাহসিক চুরির ঘটনা ঘটে। চোরেরা ভরি পাঁচেক সোনা-রূপার গহনা এবং নগদ ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে চম্পট দেয়। ঘরের আসাবাবপত্র ভাঙচুর করে এবং পালানোর সময় একটি চাবির গোছা এবং একটি গামছা ফেলে রেখে যায়।

পুলিশ এসে একবার শুধু ঘুরে যায়। চোরেদের ফেলে যাওয়া গামছা বা চাবিটি নিয়ে কোনো উচ্চবাচ্য করেনি বা নিয়েও যায়নি। পড়শি আরো কয়েকটি বাড়িতেও চুরি হয়েছে। কদিন আগে ছাত্র সুহৃদ দাস খুন হন। এই খুনের ঘটনায় জড়িত থাকার অভিযোগে জনৈক তৃণমূল পৌরপতির ছেলে গ্রেফতার হয়। আরতি মণ্ডল-এর পর থেকেই ফোনে নিয়মিত হুমকি পাচ্ছেন। ফোন নম্বর জানিয়েছেন পুলিশকে।

জিন প্রযুক্তি এবং আমরা

—তিনের পাতার পর

আখ, গম, তামাক, টমেটো, বেগুন, তুলোর মতো বহু ফসলে ট্রান্সজেনিক প্রজাতির উৎপাদন আগের আমলে ফসলকে প্রায় হটিয়ে দিয়েছে। উন্নত দেশগুলি বিভিন্ন ফসলের এবং ওষধি গাছের বীজের একটি জিনব্যাঙ্ক তৈরি করেছেন। আইনগত উপায়ে না হলে চুরিয়ে চুরিয়ে জৈব বৈচিত্র্যে ভরপুর দেশগুলি থেকে বিভিন্ন উদ্ভিদের ট্রান্সজেনিক প্রজাতি বের করে তা পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। নূতন পেটেন্ট আইন, যা বহুজাতিক সংস্থার স্বার্থে তৈরি করা—এর সাহায্য নিয়ে জৈব সম্পদের অধিকাংশ আজ বহুজাতিকের কব্জায়। পয়সার জোরে সবচেয়ে ভালো আইনজীবীকে কিনে নিয়ে তারা আদালতে পেটেন্ট নেওয়ার সুবিধা নিচ্ছে। গরিব দেশে অর্থকরী ফসলের ট্রান্সজেনিক পরিবর্তন ঘটিয়ে অধিক ফসল ফলিয়ে তারা বিশ্বের বাজার দখল করছে। অন্যদিকে গরিব দেশের অর্থনীতি আরো বেশি বেশি দুর্দশায় পড়ছে।

মানুষ প্রকৃতির সন্তান। প্রকৃতির উপর প্রতিটি মানুষের সমান অধিকার আছে। আবার বর্তমানের বিজ্ঞান কোনো একক ব্যক্তির দ্বারা এই জায়গায় আসেনি। হাজার হাজার বছর ধরে অসংখ্য বিজ্ঞানীর পুঞ্জীভূত জ্ঞানই আজকের বিজ্ঞান। কোনো বহুজাতিক কোম্পানি বিজ্ঞানীদের কাজে লাগিয়ে কোনো উদ্ভিদ বা প্রাণীর বা আণুবীক্ষণিক জীবনের ট্রান্সজেনিক প্রজাতির পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। এমনকি পদ্ধতি নয় সেই পরিবর্তিত প্রাণের উপর পেটেন্ট নিয়ে নিচ্ছে। যদি যুক্তি মানতে হয় তাহলে বলতে হবে শয়ে শয়ে বিজ্ঞানীর নাম বলা যাবে যাঁদের আবিষ্কারের উপর আজকের বিজ্ঞান দাঁড়িয়ে আছে। আজ যদি তাঁদের বংশধররা এই সমস্ত আবিষ্কারের উপর পেটেন্ট নিতে চান তাহলে কী হবে বহুজাতিকরা চিন্তাই করে না। তারা শুধু জানে পয়সার জোরে সবেরই উপর দখল রাখা যায়। সাধারণ মানুষের মধ্যে থেকেই বিজ্ঞানীরা উঠে এসেছেন আর তাদের কাজে লাগিয়ে সাধারণ মানুষের উপর নির্মম ব্যবহার করা হচ্ছে। এই পথের সমাধান একদিন হবেই।

ডাইনি অপবাদে বিতাড়িত পরিবার

—প্রথম পাতার পর

পুলিশ অফিসার ওয়াই রঘুবংশী, বিডিও অসীমকুমার নিয়োগী প্রমুখ।

এদিন কেশবপুর মাধ্যমিক শিক্ষাকেন্দ্রে দ্বিতল কক্ষে গ্রামবাসীদের নিয়ে প্রশাসনিক আলোচনা শুরু হয়। প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তি এবং গ্রামবাসীদের মধ্যে উত্তপ্ত বাক্য বিনিময়ে একরকম আলোচনা ভেস্তেই যায়। তা সত্ত্বেও প্রশাসনিক কর্তা-বক্তিরা আলোচনা সভা থেকে বেরিয়ে এসে সাংবাদিকদের সামনে ঘোষণা করেন আলোচনা ফলপ্রসূ হয়েছে। বিতাড়িত কোঁড়া পরিবার আজ থেকে তাদের নিজের বাড়িতেই থাকবে। আজই প্রশাসন ওই পরিবারকে বাড়িতে থাকার সব রকমের সাহায্য করবে। তারপরই কালনা থানার পুলিশ সাবিত্রী কোঁড়ার স্বামী শক্তি কোঁড়াকে নিয়ে তাঁর বাড়ির দিকে অগ্রসর হতেই মহিলাদের ক্ষোভের মুখে পড়ে যায়। শেষ পর্যন্ত প্রশাসনিক কর্তাব্যক্তিদের অনুসরণ করে কালনা থানার পুলিশও ঘটনাস্থল ছেড়ে চলে যায়। বিতাড়িতদেরও আর নিজের বাড়িতে যাওয়া হল না। পাশের গ্রামেই চলে গেলেন তাঁরা।

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, জন্ম ২৬.০৭.১৮৪৪, মৃত্যু ২.১২.১৯১৮; ২। আফ্রিকা মহাদেশে, আমেরিকার শাসনমুক্ত হয়ে ১৮৪৭ সালে ২৬ জুলাই। রাজধানী মোনরোভিয়া; ৩। কৃত্তিবাস ওঝা, সব্যসাচী, সত্যসুন্দর দাস। মৃত্যু ১৯৫২ সালের ২৬ জুলাই ; ৪। এশিয়া মহাদেশে, ব্রিটিশ শাসনমুক্ত হয়ে ১৯৬০ সালের ২৬ জুলাই, রাজধানী মালে; ৫। বিজ্ঞানী ব্যাপটিংকেস্ট ও বিজ্ঞানী জন জেমস্ থ্যাকলিয়ভ। ১৯২১ সালের ৩০ জুলাই, কানাডা ; ৬। ১৯৪১ সালের ৩০ জুলাই, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়, ডাঃ ললিত কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় এবং ডাঃ নীলরতন সরকার; ৭। ১৯৭৩ সালের ৩০ জুলাই, মহীশূর; ৮। মুঘলসম্রাট ঔরঙ্গজেব, ১৬৫৮ সালের ৩১ জুলাই; ৯। ১৯১৪ সালের ১ আগস্ট। জার্মানি যুদ্ধঘোষণা করে রাশিয়ার বিরুদ্ধে; ১০। ১৯৬৯ সালের ১ আগস্ট; ১১। আফ্রিকা মহাদেশে, ফ্রান্সের শাসনমুক্ত হয়ে ১৯৬০ সালের ১ আগস্ট, রাজধানী পোর্টনোভা; ১২। ১৭৭৪ সালের ১ আগস্ট, কলকাতায়।

আবেদন

এই সংখ্যা থেকে পত্রিকার প্রতি কপির দাম ২ টাকা ও বাৎসরিক গ্রাহক চাঁদা ১০০ টাকা হচ্ছে। সকলের সহযোগিতা কামনা করি। —কর্মাধ্যক্ষ

মোসলেম আলি লায়েক প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, রসুলপুর : রসুলপুরের কাছে মোহনপুর গ্রামের সিপিআই(এম) দলের সদস্য মোসলেম আলি লায়েক (৮০) বয়সজনিত কারণে ২৮ জুলাই প্রয়াত হন। পেশায় শিক্ষক মোসলেম আলি লায়েক ৭০ দশকে সাহসিকতার সাথে কৃষক আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন। তিনি কৃষক আন্দোলন করতে গিয়ে কৃষকনেতা বিনয় কোঙার, রামনারায়ণ গোস্বামীর সংস্পর্শে আসেন। তাঁর মৃত্যুর খবর পেয়ে ছুটে যান সিপিআই(এম) নেতা সুকান্ত কোঙার, মহারানী কোঙার, জয়দেব মুখার্জী, স্বপন সেনগুপ্ত, সেখ মান্নান সহ অনেকে।

মণিকা সরেন প্রয়াত

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি : সাতগেছিয়া গ্রামের সিপিআই(এম) দলের সদস্যা মণিকা সরেন দীর্ঘদিন ধরে ক্যান্সারে ভোগার পর গত ২৮ জুলাই প্রয়াত হন। এলাকায় মহিলাদের নিয়ে সংগঠন গড়ে তুলতে তিনি বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন। তাঁর স্বামী, এক পুত্র এবং এক কন্যা বর্তমান।

মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২৫ জুলাই : কাটোয়া-ব্যান্ডেল রেললাইনের সমুদ্রগড় রেল স্টেশনের কাছে একজন অজ্ঞাত পরিচয় ব্যক্তির মৃতদেহ পড়ে থাকতে দেখা যায়। পুলিশের অনুমান চলন্ত ট্রেন থেকে কোন ভাবে পড়ে গিয়ে তিনি মারা যান।

তড়িদাহত হয়ে মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : ২৬শে জুলাই কৃষিক্ষেতে জল ধরাতে মঙ্গলবার রাত্রে বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে মৃত্যু হয় এক কৃষকের। মৃত বিপদরঞ্জন গড়াই (৫১) এর বাড়ি মন্তেশ্বর থানার বাঘাসন গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত খাঁপুর গ্রামে। এদিন কালনা মহকুমা হাসপাতালে মৃতদেহের ময়নাতদন্ত হয়।

ট্রাকের ধাক্কায় মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা, মেমারি, ২৭ জুলাই : সাতগেছিয়া-কালনা রোডের জীবনঠাকুর মোড়ে ২৭ জুলাই রাত্রি ৮টায় এক অজ্ঞাত পরিচয় যুবক (৩৫) ট্রাকের ধাক্কায় মারাত্মকভাবে আহত হন। পাহাড়হাটি হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানে তার মৃত্যু ঘটে। পুলিশ মৃতদেহ ময়না তদন্তের জন্য বর্ধমান হাসপাতালে পাঠায়। মৃতের পরিচয় জানা যায়নি।

ঝুলন্ত মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা : নাদনঘাট থানার নিমতলা টালির মাঠে সনৎ ভট্টাচার্য্য (৫১) নামে এক পেশায় ফিটার-কে গাছে ঝুলন্ত অবস্থায় পুলিশ উদ্ধার করে। তিনি কর্মসূত্রে বিহারে থাকতেন। মায়ের মৃত্যুর কারণে বাড়ি এসেছিলেন। মৃত্যুর কারণ জানা যায়নি, তদন্ত চলছে।

প্রেস ক্লাবের ৪০তম সাধারণ সভা

নিজস্ব সংবাদদাতা, ৩১ জুলাই : বর্ধমান জেলা প্রেস ক্লাবের ৪০তম বার্ষিক সাধারণ সভা হয়ে গেল বর্ধমান ১ পঞ্চায়েত সমিতির কনফারেন্স হলে। সভা থেকে ২০১৬-১৮ জন্য কার্যনির্বাহী কমিটি ঘোষিত হয়। সভাপতি ও সম্পাদক হয়েছেন প্রবীর চট্টোপাধ্যায় ও শরদিন্দু ঘোষ।

স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়া দেবীপুর শাখার উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা, দেবীপুর, ২৬ জুলাই : দেবীপুর স্টেশন বাজারে স্টেট ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার দেবীপুর শাখার উদ্বোধন হয়। উদ্বোধন করেন জেনারেল ম্যানেজার চন্দ্রশেখর কৃষ্ণমূর্তি। এলাকার বহু মানুষ এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

কৃষি প্রশিক্ষণ

নিজস্ব সংবাদদাতা : বিগত বামফ্রন্ট সরকারের আমলেই শুরু হয়েছিল মিশ্রচাষের ভাবনা। পশ্চিমবঙ্গে আনুপাতিক ভাবে চাষযোগ্য জমির পরিমাণ কম। এবার কালনার কুসুমগ্রামে সম্প্রতি অনুষ্ঠিত হল মিশ্রচাষের কর্মশালা। কৃষিদপ্তরের বর্ধমান জেলার অধিকর্তা জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, কালনা মহকুমা সহ অধিকর্তা পার্থ ঘোষ, মন্তেশ্বর ব্লক কৃষি উন্নয়ন আধিকারিক প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

ডায়েরিয়ার প্রকোপ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ২৫ জুলাই : অকালপৌষ পঞ্চায়েতের ঘোষপুর গ্রামের ২৫ জন মানুষ পেটের রোগে আক্রান্ত হন। কালনা মহকুমা হাসপাতাল থেকে একটি মেডিক্যাল টিম গিয়ে প্রয়োজনীয় ওষুধপত্র দেন এবং ভালো থাকার জন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। এদের মধ্যে ৬ জনের অবস্থা খারাপ থাকায় তাদেরকে হাসপাতালে পাঠানো হয়।

ম্যালেরিয়া—কিছু ভাবনা

—তিনের পাতার পর

অক্ষুণ্ণ রেখেও আমাদের চারপাশকে এমনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব, যাতে রোগীর সংক্রমণের মূল কারণ গড়ে উঠতে না পারে। এই কাজে অর্থনৈতিক লাভের সম্ভাবনা কম। ওষুধকেন্দ্রিক গবেষণা লাভজনক ব্যবসায় পরিণত হয়েছে বিশ্বের সর্বত্র। পরিবেশ-রক্ষার কাজ, পরিচ্ছন্নতার জন্য উদ্যোগ অর্থনৈতিক দিক থেকে লাভজনক ব্যবসার ক্ষেত্র নয়। তাই অবহেলিত। সাধারণ মানুষকেই এই কাজে এগিয়ে আসতে হবে। সবদেশে সাধারণ মানুষই রোগের জ্বালায় সবচেয়ে বেশি কষ্ট পায়। তাই বৈজ্ঞানিক চিন্তার গভীরে সাধারণ মানুষকে ঢুকতে হবে। তবে বন্ধ হবে মশার বাড়বাড়ন্ত, ম্যালেরিয়ার দাপট। নতুন ওষুধ আবিষ্কার সমস্যার সমাধান করেনা—একথাটা বহু আগেই প্রমাণ হয়ে গেছে।

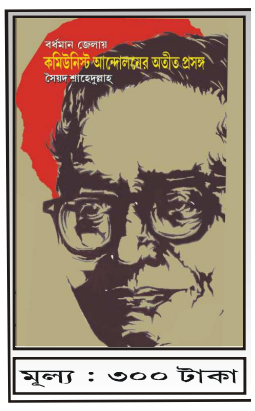

মূল্য : ৩০০ টাকা

সৈয়দ শাহেদুল্লাহ প্রণীত
‘বর্ধমান জেলায় কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত প্রসঙ্গ’
(দ্বিতীয় সংস্করণ) প্রকাশিত হয়েছে
পাওয়া যাচ্ছে ‘নতুন চিঠি’ পত্রিকা দপ্তর, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, কলকাতা, বর্ধমান, দুর্গাপুর ও অন্যত্র।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
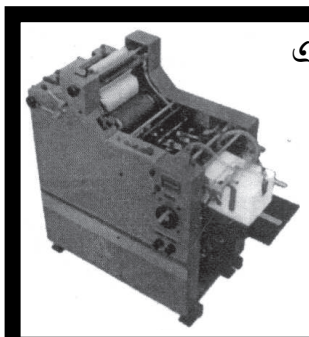
সাধনা প্রেস
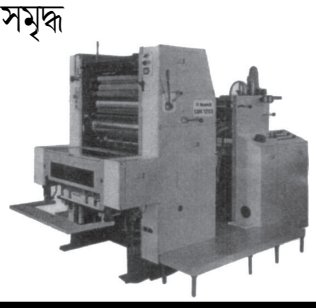
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
Mob. 9434333820, 9635726620 (Fazlul), 8942808557 (Madhu) : E-Mail : sadhanapress09@gmail.com
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত। ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ২ টাকা